জান্নাত পর্ব -৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "জান্নাত"। জান্নাত অর্থ হচ্ছেঃ বাগান আর উদ্যান সমূহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুহাম্মাদ

১)যারা ঈমান এনেছে ও আ'মলে সালেহ করেছে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১২

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا
تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎ আ'মল করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত ; কিন্তু যারা কুফরি করে তারা ভোগ- বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জীব-জন্তুর মত আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফাত্হা

২)যেনো তিনি মু;মিন পুরুষ ও নারীদের দাখিল করেন জান্নাতে।

সুরা ৪৮ আল ফাত্হা, আয়াতঃ ৫

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ
اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ﴿۵﴾

এটা এজন্যে যে, তিনি মু'মিন পুরুষদেরকে এবং মু'মিন নারীদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত , যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের অপকর্ম সমূহ দূর করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা বিজয়।

৩) যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নতে।

সুরা ৪৮ আল ফাত্হা, আয়াতঃ ১৭

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚ﴿۱۷﴾

অন্ধ, পঙ্গু এবং রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ হবে না। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(সঃ)-এর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার

নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল যারিয়াত

৪) মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে আর ঝর্ণাধারায়।

সুরা ৫১ আল যারিয়াত, আয়াতঃ ১৫

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

সেদিন মুত্তাকিরা জান্নাতে ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তুর

৫) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্যে রয়েছে জান্নাত আর নিয়ামতরাজি।

সুরা ৫২ আত্ তুর, আয়াত ১৭

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাজম

৬) তার (সিদরাতুল মুনতাহার) কাছেই রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া।

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ১৫

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

যার নিকটে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার

৭) নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত ও নদ-নদী-নহরে।

সুরা ৫৪ আল কামার, আয়াতঃ ৫৪, ৫৫

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে ও নহর সমূহে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

প্রকৃত সম্মানের আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রহমান

৮)যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে (হিসাব দেয়ার জন্যে) উপস্থিত হওয়ার বিষয়টাকে ভয় করে, সে পাবে দু'টি জান্নাত ।

সুরা ৫৫ আর রহমান, আয়াতঃ ৪৬

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি বাগান।

৯) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমী আস্তরের ফরাসে , দুই জান্নাতের ফলই থাকবে তাদের হাতের নাগালে।

সুরা ৫৫ আর রহমান, আয়াতঃ ৫৪

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।

১০) সে দু'টি ছাড়াও থাকবে আরো দু'টি জান্নাত ।

সুরা ৫৫ আর রহমান, আয়াতঃ ৬২

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾

এই বাগানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি বাগান রয়েছে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ওয়াকিয়া

১১)(তারা, অগ্রগামী দল) থাকবে জান্নাতুন নায়ীমে।

সুরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ১০,১১,১২

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾

আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾

তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত,

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾

(তারা) থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত সমূহে;

১২) তবে তার জন্যে থাকবে সুরভিত ও ফুলেল উদ্যান আর জান্নাতুন নায়ীম।

সুরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৮৮, ৮৯

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾

যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়,

فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

তার জন্যে রয়েছে আরাম ,উত্তম রিযিক ও নিয়ামতময় জান্নাত;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাদীদ

১৩) তাদের(মু'মিনদের) বলা হবে , আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের।

সুরা ৫৭ আল হাদীদ, আয়াতঃ১২

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ

بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

সেদিন(কিয়ামতের দিন) তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। (বলা হবেঃ) আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য।

১৪) তোমরা প্রতিযোগীতা করে দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে আর সেই জান্নাতের দিকে , যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার মতো।

সুরা ৫৭ আল হাদীদ , আয়াতঃ ২১

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুজাদালা

১৫) তিনি তাদের(ঈমানদারদের) দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৫৮ আল মুজাদালা, আয়াতঃ ২২

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ
اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ
عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ
مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ
اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে , হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা ,পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার পক্ষ হতে এক রূহ দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে,যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সফ

১৬) (আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান এবং ধনমাল ও জানপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করলে) তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৬১আস সফ,আয়াতঃ ১২

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাগাবুন

১৭) যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং আ'মলে সালেহ করবে, তার থেকে মুছে দেয়া হবে তার পাপ সমূহ এবং তাকে দাখিল করা হবে জান্নাতে।

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ ৯

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ

بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

(স্মরণ কর,) যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তালাক

১৮) যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং আমলে সালেহ করবে, তাকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৬৫ আত তালাক, আয়াতঃ ১১

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ
يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসুল(সঃ), যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্যে। যে কেউ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দিবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাহরীম

১৯) তোমাদের (যারা একনিষ্ঠভাবে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে) থেকে মুছে দেবেন তোমাদের পাপ সমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৬৬ আত তাহরিম, আয়াতঃ৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তাওবা; যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ নবী ও তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে ধাবিত হবে, তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কলম

২০) নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে জান্নাতুন নায়ীম।

সুরা ৬৮ আল কলম, আয়াতঃ ৩৪

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤

নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট নেয়ামত ভরা জান্নাত রয়েছে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আসুন আমরা জান্নাতুন নায়ীম/ জান্নাতুল মাওয়া লাভের জন্য প্রতিযোগীতা করি, যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার

মতো । নিয়ামত , সুখ, এবং আনন্দে ভরা জান্নাত আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। জান্নাতুল মা'ওয়া , সেটা তো সিদ্‌রাতুল মুনতাহার কাছে, যেখান থেকে মুহাম্মদ(সঃ) আল্লাহর সাথে মেরাজে কথা বলেছিলেন। আমাদের মনের আকুতি হওয়া উচিত আল্লাহর সান্নিধ্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……